9 FEB 2017

বেড়েছে শিক্ষার্থী কমেছে মান

গ্র্যাজুয়েটস উচ্চ বিদ্যালয়

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

গ্র্যাজুয়েটস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বয়স ৮৫ বছর। শিক্ষার্থী প্রায় ৬০০।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬

পুরান ঢাকার এই বিদ্যালয়ে শিশু থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বাড়েনি শিক্ষকের সংখ্যা। ফলে লেখাপড়ার মান বাড়াতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ মাত্র ১০ জন শিক্ষক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

বেড়েছে শিক্ষার্থী

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এমপিওভুক্ত হয়েছেন। আর বাকি ১৩ জন বিদ্যালয়ের অর্থায়নে শিক্ষকতা করছেন। এই বিদ্যালয়ে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী কম খরচে লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ায় দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এদিকে, এমপিওভুক্ত না করায় কম শিক্ষক দিয়েই পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে।

ওয়ারী থানা থেকে বাঁ পাশ দিয়ে সোজা যেতেই হাতের ডান পাশে দেখা যায় গ্র্যাজুয়েটস উচ্চ বিদ্যালয়। সূত্রাপুরের ৪০ টিপু সুলতান রোডের তিনতলা ভবনের নিচতলায় বিদ্যালয়ের বাইরের অংশে রয়েছে তিন-চারটি ফার্নিচারের দোকান। বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক পেরিয়ে দোতলায় গিয়ে দেখা মেলে প্রধান শিক্ষক এ কে এম সিরাজুল ইসলামের। তিনি জানান, গ্র্যাজুয়েটস উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করছে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে কয়েকজন শিক্ষকের কোন্দলের মুখে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার মান হারাতে থাকে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি ঐতিহ্য হারাতে বসে। তবে ২৫ বছর পরে এসেও আর্থিক সংকট, শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না করাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিদ্যালয়টির গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারছেন না।

বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেল, প্রায় ৪৪ শতাংশ জায়গাজুড়ে জমিদারবাড়িতে ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্র্যাজুয়েটস উচ্চ বিদ্যালয়। কালীপদ ব্যানার্জি প্রধান শিক্ষক হিসেবে এ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুর পর ১৯৪০ সালে মনমোহন ব্যানার্জি, ১৯৪৮ সালে সারোয়ার হোসেন ও ১৯৬৩ সালে হারুন-অর-রশিদ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। দীর্ঘ ২০ বছরে হারুন-অর-রশিদ এই প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বসাধারণ্যে পরিচিত করে তোলেন। এর পর ১৯৮৩ সালে রওশন আলী ও ১৯৯৩-২০০৭ সাল পর্যন্ত মিজানুর রহমান প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২-১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে শুধু বালক শাখা চালু ছিল। নারীশিক্ষা প্রসারে ১৯৮১ সাল থেকে বালিকা শাখা চালু করা হয়। সে সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধারণক্ষমতার বেশি হয়। তাই ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ের ২২ শতাংশ জায়গায় জরাজীর্ণ পুরনো ভবন ভেঙে তিনতলাবিশিষ্ট নতুন ভবন করা হয়। আর বাকি ২২ শতাংশ অবৈধভাবে দখল করে কতিপয় ব্যক্তি তৈরি করেন সলিমুল্লাহ কলেজ। ২০১৩ সালে সরকারি অর্থায়নে ভবনের একাংশে একতলাবিশিষ্ট একটি নতুন ভবন করা হয়।

এই বিদ্যাপীঠ থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, রাষ্ট্রদূত ও পিএসসির চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবেদ খান, সাবেক মুখ্য সচিব আবদুস সামাদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াসহ অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি।

জানা যায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে সূত্রাপুর থানা। এ থানায় মোট ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি স্কুল রয়েছে। বিদ্যালয়ের অবস্থার অবনতি বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা জানান, সূত্রাপুরে একাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা ওইসব বিদ্যালয়মুখী হয়ে পড়ে। এ কারণে নব্বইয়ের পর থেকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যায়। এ ছাড়া তখন কয়েকজন শিক্ষকের দলীয়করণের কারণে লেখাপড়ার মানও খারাপ হয়।

সহকারী শিক্ষক শাহিনুর ফেরদৌস বলেন, 'দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি। এর গৌরবোজ্জ্বল সময় থেকে অবনতি, আবার অবনতি থেকে সুনামের পথে এগোবার মুহূর্তও দেখেছি। এর জন্য শিক্ষকদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তবে এটা সত্য, আমাদের বিদ্যালয় যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সে রকম সুযোগ-সুবিধা সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছি না। এমপিওভুক্ত না হলে বিদ্যালয়ের অর্থায়নে শিক্ষক বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ২৩ জন শিক্ষক আর তিনজন পিয়ন দিয়েই চালাতে হচ্ছে পুরান এই বিদ্যাপীঠকে।' এই বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক রওশন আলীর মেয়ে, বর্তমানে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রওশন পারভীন বলেন, 'এই বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই মধ্যম আয়ের পরিবারের সদস্য। ফলে স্বল্প খরচেই তারা পড়াশোনা করে। আমাদের টার্গেট, শিক্ষা ব্যবস্থায় সবাইকে অন্তর্ভুক্তিকরণ। তাই বাধাবিপত্তি এড়িয়ে স্বল্প খরচে শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছি।' অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী লাকী আক্তার বলে, 'দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে এই বিদ্যালয়ে পড়ছি। বর্তমানে আমাদের শ্রেণিতে পায় ৪৫ জন পড়ছে। বছরে চারটি পরীক্ষা হয়।'

সূত্রাপুরের রবিদাশপাড়ায় দরিদ্র মানুষের বসবাস। এই পাড়ার মানুষের আয়ের উৎস হলো জুতা তৈরি। ফলে শিশু বয়স থেকেই সন্তানদের জুতা তৈরির কাজে দেন এই পাড়ার মা-বাবারা। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এলাকার কয়েক ব্যক্তি বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তারই ফলে রবিদাশপাড়ার অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পার্শ্ববর্তী গ্র্যাজুয়েটস উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। তবে তা অতি স্বল্প বেতনে। আর এর ভর্তুকি গুনতে হয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম সিরাজুল ইসলাম বলেন, "শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধে আমরা বেতনের অর্ধেক টাকা দিয়েই লেখাপড়ার সুযোগ দিই। বিশেষ করে রবিদাশপাড়ার ৯৯ ভাগ ছেলেমেয়েই অর্ধেক বেতনে পড়াশোনা করছে। আবার কারোর অভিভাবক পরীক্ষা ফি বা ভর্তির ফি কম দিচ্ছেন। তবুও আমরা সুযোগ দিচ্ছি। প্রতিবছর ডিসেম্বরে সূত্রাপুর ও কোতোয়ালি থানাধীন সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের আমন্ত্রণ করি। মতবিনিময় সভা করি। তাদের সবাইকে অনুরোধ করি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে যেন কেউ আর্থিক কারণে ছিটকে না পড়ে। শিক্ষকরা যেন 'রেফারেন্স' দিয়ে এই বিদ্যালয়ে পাঠান। যেমন– চলতি বছর ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৬০ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩৫-৪০ জন এসেছে অন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে।' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় লেখাপড়ার মান বাড়াতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে অন্যতম হলো– আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ, অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের পরীক্ষা যুগোপযোগী করা হয়েছে। 'প্রজেক্টর' একটি থাকায় আমাদের হিমশিম খেতে হয়। তবুও প্রতিদিন একটি করে হলেও প্রতিটি শ্রেণিতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।'

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র (১৯৯০ সালের) মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন সমকালকে বলেন, 'পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গ্র্যাজুয়েটস উচ্চ বিদ্যালয়ও একটি। বিভিন্ন কারণে আগের মান ধরে রাখতে না পারলেও যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুনাম ধরে রাখার চেষ্টা করছেন শিক্ষকরা। এ ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদসহ সরকারের সহযোগিতা অত্যন্ত কাম্য।'

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি গোলাম রহমান সমকালকে বলেন, '২০০৭ সালে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল ১৮০ জন। বর্তমানে রয়েছে ৬০০ শিক্ষার্থী। এ ক্ষেত্রে একটি সাফল্য তো রয়েছেই। এ ছাড়া শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে আমরা প্রতি মাসেই শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করছি। বিদ্যালয়ে ফলাফলের দিক থেকেও আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে ফিরে এসেছে। পিএসসিতে পাসের হার শতভাগ হলেও জেএসসিতে পাসের হার ৯০ ভাগের কাছাকাছি। আর এসএসসিতেও তুলনামূলক ভালো করছে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।'